Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of

সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ২৯ day of ফেব্রুয়ারী , ২০২৪

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৪৮৯৩/২০১২

বিজলী প্রভা বড়ুয়া ---------- Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ, ২২/০২/২০২৪ খ্রিঃ ও ২৯/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব সুজিত বিকাশ দত্ত ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার **চন্দনাইশ** থানাধীন **উত্তর জোয়ারা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ১৪৫ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আরজি বর্নিত তফসিলী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল সূর্য্যধন বড়ুয়া। তার মৃত্যুতে মালিক হয় ০৪ পুত্র ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, খগেন্দ্র লাল বড়ুয়া বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া ও উপেন্দ্র লাল বড়ুয়া। ধীরেন্দ্র লাল মরনে এক পুত্র সুনীল কান্তি বড়ুয়া ওয়ারীশ থাকে যাহার নামে বি এস ২৩৮১ নং খতিয়ান হয়। খগেন্দ্র লাল মরনে এক পুত্র অনীল কান্তি বড়ুয়া, বীরেন্দ্র লাল মরনে কন্যা জোৎস্নাময়ী বড়ুয়া এবং উপেন্দ্র লাল মরনে কন্যা প্রিয়তমা বড়ুয়া ওয়ারীশ থাকে। উক্ত অনীল কান্তি বড়ুয়া গং পরস্পর কাকাতো ভ্রাতা-ভগ্নী হন। তাহারা সকলে ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি সুনীল কান্তি বড়ুয়া প্রাপ্ত হয় এবং ভি.পি কেস নং-১৩/ ১৯-৮৫-৮৬ মূলে ইজারামূলে ভোগদখলে থাকেন। সুনীল কান্তি বড়ুয়া মরনে এক স্ত্রী প্রার্থীক বিজলী প্রভা বড়ুয়া ও কন্যা শীমলা বড়ুয়া ওয়ারীশ থাকে। প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তি মৌরশী ও ইজারামূলে ভোগদখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। যাহা চন্দনাইশ থানার 'ক' তালিকার গেজেটের ১৪৫ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত। সরকার ভিপি মামলা নং ১৩/৮৫-৮৬ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) প্রার্থীপক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **বিজলী প্রভা বড়ুয়া (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। জবানবন্দিকালে Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী দলিলাদি প্রদর্শনী ১-৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রঞ্জন কুমার**

দেব (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

Pt.W.1) এবং **Op.W.1** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। নালিশী তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায় , নালিশী ৩২ শতক সম্পত্তি আর এস ১৪৯৪, ১৮১৭, ১৬৬০ ও ১২২৬ নং খতিয়ান অন্তর্গত সম্পত্তি হয়। প্রার্থীকপক্ষ উক্ত ০৪ টি খতিয়ানের সি.সি কপি দাখিল করেছেন যাহা প্রদর্শনী-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তির মালিক ছিল সূর্য্যধন বড়ুয়ার ০৪ পুত্র বীরেন্দ্র লাল, ধীরেন্দ্র লাল উপেন্দ্র লাল ও খগেন্দ্র লাল।
প্রদর্শনী-৫ গেজেটের ফটোকপি হতে দেখা যায়, বীরেন্দ্র লাল এর কন্যা জোৎস্নাময়ী বড়ুয়া, উপেন্দ্র লাল এর কন্যা প্রিয়তমা বড়ুয়া এবং খগেন্দ্র লাল এর পুত্র অনিল কান্তি বড়ুয়া ভারতবাসী হলে তাদের স্বত্বীয় ০.৩৬ একর ভূমি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে 'ক' তালিকাভূক্ত হয়। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় বি এস খতিয়ান ২৬৭৪, ২৩৮১ ও ৮৩৩ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ২ সিরিজ হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার এক পুত্র ছিল সুনীল কান্তি বড়ুয়া এবং খগেন্দ্র প্রঃ খরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার এক পুত্র ছিল নিহর কান্তি বড়ুয়া যাহার নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়।
যেহেতু বীরেন্দ্র লাল, ধীরেন্দ্র লাল, উপেন্দ্র লাল ও খগেন্দ্র লাল পরস্পর আপন ভ্রাতা হয়, সেহেতু ধীরেন্দ্রের পুত্র সুনীল কান্তি বড়ুয়া এবং খগেন্দ্রের পুত্র নিহর কান্তি বড়ুয়া সম্পর্কে ভারতবাসীগনের কাকাতো ভ্রাতা হবেন। উল্লেখ্য যে ভারতবাসী অনিল কান্তি বড়ুয়া নিহর কান্তি বড়ুয়ার আপন ভ্রাতা হয়, সেই সূত্রে নিহর কান্তি অনিল কান্তির অংশীয় ভূমি ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে প্রার্থীকের স্বামী সুনীল কান্তি বড়ুয়া দাবিদার হবেন না। বি এস রেকর্ডী নিহির কান্তি বড়ুয়া ভারতবাসী হয়েছেন এমন কোন তথ্য প্রমাণ প্রার্থীকপক্ষ দেখাতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় সুনীল কান্তি বড়ুয়া ও নিহির কান্তি বড়ুয়া ভারতবাসী জোৎস্নাময়ী বড়ুয়া ও প্রিয়তমা বড়ুয়া এর অংশীয় সম্পত্তি সমানাংশে দাবিদার হবেন। গেজেটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় ভারতবাসীগন প্রত্যেকে ৩৬ শতকে সমানাংশে মালিক মর্মে গন্য হইবে। তৎ প্রেক্ষিতে অনিল কান্তি বড়ুয়া এর ১২ শতক বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (১২+১২) = ২৪ শতক ভূমি সুনীল কান্তি বড়ুয়া ও নিহির কান্তি বড়ুয়া ওয়ারীশসূত্রে দাবিদার হবেন। সুতরাং সুনিল কান্তি বড়ুয়া ১২ শতক ভূমি ওয়ারীশসূত্রে দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।
প্রার্থীকপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি ভি.পি কেস নং ১৩/৮৫-৮৬ মূলে ইজারা প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলের দাবি করলেও এরুপ কোন লিজ দলিল আদালতে দাখিল করেননি। সুতরাং লিজমূলে নালিশী ভূমিতে প্রার্থীপক্ষের দখলে থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি বলে আমি মনে করি। তবে ইহা অত্যন্ত পরিস্কার যে গেজেট উল্লেখিত নালিশী ০.৩৬ একর সম্পত্তি মধ্যে ১২ শতক ভূমি প্রার্থীকের স্বামী সুনীল কান্তি বড়ুয়া

ভারতবাসীগনের ওয়ারীশ হিসাবে প্রাপ্য হন। সুনীল কান্তির মৃত্যুতে তৎ স্ত্রী প্রার্থীক উক্ত সম্পত্তি ওয়ারীশ হিসাবে পাবার হকদার হবেন বলে আমি মনে করি।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীক মৌরশীসূত্রে সহ-শরীক ও নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই **মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী**,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী, বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

যেহেতু সম্পর্ক বিবেচনায় প্রার্থীকের স্বামী সুনীল কান্তি বড়ুয়া ভারতবাসীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হন সেহেতু সুনীল কান্তি বড়ুয়ার মৃত্যুতে প্রার্থীক তৎ ওয়ারীশ হিসাবে তফসিলোক্ত ০.৩৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.১২ একর সম্পত্তি পাপ্য হইবেন। যাহা প্রার্থীক আইনত অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে বিবেচনা করি। সুতরাং তফসিলোক্ত ০.৩৬ একর সম্পত্তি মধ্যে ০.১২ একর ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব, আদেশহয় যে,

অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল।

এতদ্বারা নালিশী তফসিল বর্নিত আর এস ১৪৯৪, ১৮১৭, ১৬৬০ ও ১২২৬ নং খতিয়ানের ৬০৫,৬১৫, ৬৪০,১২৫, ৭২,৪৩, ৫২,৫৬,৫৭,৬৯ নং দাগ তৎসামিল বি এস ২৩৮১,৮৩৩ ও ২৬৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত বি এস ৯০৮, ৯০৯, ৯১১, ৯৫৫, ৮৫, ৪৮, ৬২, ৬৭, ও ৮১ নং দাগভুক্ত ০.৩৬ একর ভুমি মধ্যে ০.১২ একর ভুমি প্রার্থীক বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।